সম্পাদকীয়

ঔপনিবেশিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে যা মনের গভীরে খেলছিল বহুদিন, অতিমারীর দুরারোগ্য অলসতায় ফিরে এল আবার। থেমে যাওয়া জীবনে ফিরে এল চঞ্চলতা। প্রস্তুতি শুরু। কিন্তু এই মারী বিপর্যয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন শ্রান্তি মায়ায় চিন্তকরা এত বেশি থতমত, শত উস্কানিতেও প্ররোচিত হলেন না। বলা যায়, প্রতীক্ষিত অভ্যর্থনা সেভাবে পাওয়া গেল না। তবুও অনিয়মিত কবিতা পত্রটি আবার সুহৃদ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হল। আশা করলাম মার্জিত সংবেদনায় পাঠকেরা একে সাদরে কিম্বা অনাদরে গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন হল ঔপনিবেশিক কবিতা বলতে কী বুঝি? উত্তর অবশ্যই সবারই জানা— Poetry written by non-European people in the shadow of colonialism... এই উপনিবেশিক জাত কবিতায় আন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে পীড়িত দমনে বেঁচে থাকে পশ্চিমি-উপনিবেশিকতা এবং ইউরোপিয় সংস্কৃতি। বিশ্ব সাহিত্যের ধারণাটি একজন কবির কাছে অনিবার্য, তাই সে দেশীয় সীমান্তের বাইরে গিয়ে অন্য বিশ্বের খোঁজ করে। তাঁর চোখের সামনে উন্মুক্ত ঝোরোখা। বন্ধ হলেই গোপন সত্তার অভ্যুত্থান শেষ হয়ে যায়। আর উপনিবেশিক কবিতা সত্তাটি অপরিণামদর্শী ভৌগলিক স্রোতে ভেসে যাবে কখনও আত্মশ্লাঘায়, আবার কখনও বা বিনীতভাবে, এই নিয়ে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়।

উপনিবেশিকতা নিয়ে গত তিরিশ বছর বহু থিয়োরির জন্ম হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কবিতা কি এ্যান্টি-থিয়োরিস্ট পারানোইয়া, যেখানে সতত অজানা না-জানা কাজ করে। কতিপয় ধীমান এখন বলছেন, 'Theory is always a paranoid symptom'... তবে কবিতা যদি প্যারানোইয়ার চমৎকার উল্লাস হয় তবে তাকে নিয়ে ঘোটালা করে প্যারানয়েড তাত্ত্বিকরা বেঁচে থাকে কী? তবে ঔপনিবেশিক কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান মোটিভেশনটি 'Sociopoetics of the underclass'... কালো আফ্রিকাতে কিম্বা লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশ ধ্বস্ত পীড়িত পরাধীন জাতিসত্তা, যার নিজস্ব শিকড় ও আইডেনটিটি হারিয়ে গিয়েছে, খুবই নির্মম রক্তক্ষরণে, বারবার তারই ছায়া এসে পড়ে কবিতায়। তাঁদের কবিতায় স্বাধীনতার জন্য প্রমত্ত বিদ্রোহ না থাকলেও উপস্থিত রয়েছে— a promissory note to freedom কেনিয়ার ব্রিটিশ গুলাগ থেকে মোজেম্বিক

ও রাজনৈতিক কথন বা বিবৃতি নেই।

যে উত্তর আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে থিসিস আর অ্যান্টি থিসিসের মধ্যবর্তী সীমারেখা ঝাপসা হয়ে গেছে। এবং দুটি শব্দের বুনিয়াদি অর্থ ক্রমশ বিনির্মাণ হচ্ছে আমাদের অজান্তে।

বহু সংস্কৃতির বাস্তবতার কথা না বলে যারা শুধুই পরিচয় সংকটের খণ্ডচিত্রটিকে জাগিয়ে তোলে তাদের ষড়যন্ত্রকে বুঝতে না পারলে উত্তর-উপনিবেশিক ভারতীয় সত্তাকে বোঝা যাবে না।

এই মহামারী ধ্বস্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ইউরোপিয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে ধরনের স্পর্ধা দেখাতে পারছে তা সব অর্থে এক নতুন ফেনোমেনন। যদিও বাইনারি ধারণা নির্মাণের বাইরে বিশ্ব জাতিসত্তা এখনো বেরতে পারেনি বলেই মনে হয়। ইউরোপিয় জাতীয়তাবাদের রেটোরিক এতদিন ছিল ইতিহাস, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, স্থাপত্য ও ঐতিহ্য নির্ভর। উত্তর-আধুনিক ইউরোপে ইউরোসেন্ট্রিক জাতীয়তাবাদ কলঙ্কিত হয়েছে জেনোফোবিক আধিপত্যে। ভাইরাস পীড়িত বিশ্ব ব্যবস্থায় বিষয়টি আরো প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমাদের কবিতা নিয়ে কাজ, বেমানান ঠেকতে পারে, মনে হতে পারে অর্থহীন। তবু কবিতা নিয়ে আমাদের আর্তি, বেদনার সংরাগ, প্রেম-অপ্রেমের যৌথ-যাপন আর তার ছেঁড়া ব্যথার বৈভব চলতেই থাকে।

কবিতার প্রাবল্যে, গোষ্ঠী-সমারোহে, গোঁসাই কবিদের দাপটে বাংলা কবিতা ক্রমশ রক্তশূন্য অজৈব প্রাণহীন অস্তিত্বে দিশাহারা। যারা কবিতা লিখিয়ে তারাই মূলত কবিতার পাঠক। বিবিধ কবি-গোষ্ঠী, বিচিত্র ফ্যান-ফলোয়ারের হট্টমেলায় কবিতা ক্রমশ হয়ে উঠছে একধরনের বাগাড়ম্বরপূর্ণ স্বল্প মেধাবিচর্চা। সেই কবিতায় আমরা না-পাই দর্শনের অলিগলি, অমার্জিত নিভৃত হাহাকার, না থাকে প্রান্তিক জৈবনিক আবেগ, না থাকে যাপনের অ্যানেকডট।

বাংলা কবিতা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে পাঠকের কাছ থেকে— এই সত্যটি উড়িয়ে দেওয়া যায় র‍্যাশনালি কিন্তু তর্কের উস্‌কানি থেকেই যায়।

হাইডেগার মনে করতেন যে কবিতা যেমন অতীত অভিজ্ঞতার পুনরনির্মাণ করে তেমনি ভবিষ্যৎ সত্যেরও প্রতিষ্ঠা দেয়।

হোল্ডারলিনের কবিতা আবিষ্কার করতে গিয়ে হাইডেগার বলেছিলেন যে, কবির স্মৃতি শুধুমাত্র ব্যক্তি অভিজ্ঞতা নয়— 'It thinks ahead towards essential destiny of the past.' আর এই এসেনশিয়াল ডেসটিনি কী?

হাইডেগারের মতে, তা হল সত্যের উদ্‌যাপন। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তি মানুষ কখনোই স্থির সত্তা নয়, সে সবসময় অবস্থান করছে আত্মবাস্তবায়নে।

বিষয়ের প্রয়োজনে এই সংখ্যায় অনুবাদের অংশ বেশি। আর কবিতার ক্ষেত্রে অর্থের চেয়েও জরুরি শব্দ উচ্চারণ। এলিয়ট বলতেন, প্রতিটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে। তার স্বাভাবিক বাচনভঙ্গিমায় দেশজ চরিত্র প্রকাশিত হয়। যদি দুটি ভাষা পারস্পরিক ভাবে আইডেন্টিক্যাল হলেই কবিতার অনুবাদ সার্থক হতে পারে।

এছাড়া কবিতা সব অর্থে অনুবাদ অযোগ্য, যেহেতু কৃষ্টি নির্দিষ্ট। আমরা সেই দূরহ কাজটি করলাম। যারা কবিতা ভালোবাসেন আশা করি এই সংখ্যাটি তাদের ভালো লাগবে।